সংবাদ
Report

তারিখ ২২ JAN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

# মফস্বল ও গাঁও-গেরামে বিজ্ঞান শিক্ষার ছন্দপতন

অধ্যক্ষ গোলসান আরা

প্রতিযোগিতামূলক গ্লোবালাইজেশনে নিজেদের অবস্থানকে সুদূরপ্রসারী, বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে যুগোপযোগী ও বাস্তবজ্ঞান সম্পন্ন হিসেবে গড়ে তুলে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করতে হলে বিজ্ঞান শিক্ষার বিকল্প নেই। অথচ দুর্বল ব্যবস্থাপনা, কিছু দুর্বোধ্য ও অনাকাঙ্ক্ষিত কারণে বিজ্ঞান শিক্ষা মফস্বল এলাকা ও গাঁও-গেরামে দিন দিনই এর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে। বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু মানসিকতার উদ্ভব হয়, দক্ষতার বৃদ্ধি ঘটে, যৌক্তিক চিন্তা-চেতনার বিকাশিত ও কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নের সুবাদে কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নের প্রসার ঘটাতে হলে বিজ্ঞান শিক্ষাকে গাঁও-গেরামের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রিয় ও গ্রহণযোগ্য করার আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্যে শক্ত সেতুবন্ধ তৈরি করতে হলে বিজ্ঞান শিক্ষার দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা দূর করার চেষ্টা করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানের ঐতিহ্য, আদর্শ রক্ষা করতে হলে বিজ্ঞান শিক্ষাকে সরলীকরণের মাধ্যমে গাঁও-গেরামের শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করা অতি জরুরি। গাঁও-গেরামের ও মফস্বল এলাকার বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের অনুপ্রেরণার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার অনুকূলে আগ্রহ সৃষ্টি করার পাশাপাশি জাতীয় উন্নয়নের প্রয়োজনে বিজ্ঞান শিক্ষার বিকল্প নেই এই সত্যতার বীজ বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মনে বপন করা প্রয়োজন। গাঁও-গেরাম ও মফস্বলের শিক্ষার্থীরা কেন বিজ্ঞান পড়তে চায় না তার কারণ উদঘাটন করা, কি পন্থা বা দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে বিজ্ঞান বিষয়টি মফস্বলের শিক্ষার্থীদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় তা চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

বিজ্ঞানবিমুখী শিক্ষা দ্বারা জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয় এ সত্যটি সর্ব গ্রহণযোগ্য তথ্য। গোটা জাতিকে উন্নতির উচ্চ চূড়ায় নিয়ে যেতে হলে বিজ্ঞানমনস্কতার বিকল্প নেই। মানবজীবনের উন্নতি, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিজ্ঞানের পরিচর্চা করা একান্ত প্রয়োজন। অথচ অনাকাঙ্ক্ষিত সত্য যে, বিজ্ঞান চর্চায় নেই গতিশীলতা, ধারাবাহিকতা। মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মধ্যস্থতাকারী স্তর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মফস্বল এলাকায় বিজ্ঞান শিক্ষায় ধস নেমেছে। স্কুল পর্যায়ে মফস্বলের ও গাঁও-গেরামের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান চর্চা করলেও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে গণহারে বিভাগ পরিবর্তন করে কলা বা ব্যবসায় শিক্ষা-শাখায় ভর্তি হয়ে যায়। এর কারণ কী? গবেষণা করে সঠিক তথ্য উদঘাটন করা দরকার।

অপেক্ষাকৃত জটিল ও কঠিন বিজ্ঞান বিষয়টি পড়তে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত সময়, অর্থ, মেধা ও পরিশ্রম ব্যয় করতে হয়। টেবিলে পিষ্ট হয়ে যৌবনের সোনালি সময় ব্যয় করে বিজ্ঞান বইটি আগাগোড়া পড়ে খুঁটিনাটি তথ্য ঠোঁটের আগায় রাখতে হয়। অথচ অতি মেধাবী না হলে ভাল ফলাফল করতে পারে না। চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত কোন সুবিধা পাওয়া যায় না। নানা প্রতিকূলতার কারণে বিজ্ঞান বিষয়টি গাঁও-গেরামে ও মফস্বল এলাকায় দিন দিন ক্রমাগতভাবে উপেক্ষার অবস্থানে চলে যাচ্ছে।

বিজ্ঞান বিভাগে পড়তে হলে একাধিক বিষয়ে প্রাইভেট পড়তে হয়। গ্রাম ও মফস্বল এলাকার অভিভাবকদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়– এই ধরনের পরিবারের সন্তানটি বিজ্ঞান পড়ার সাহস পাবে কেমন করে। বিজ্ঞান বিষয়টি পড়ার যৌক্তিকতা মিলাতে না পেরে এসএসসি পাসের পর 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' এই বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পরিবর্তন করে তার পড়ার গতি ধারা। তাই গ্রাম ও মফস্বলের স্কুল-কলেজগুলোতে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী হারিকেন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পর্যাপ্ত শিক্ষক ও বিজ্ঞান শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত পরিবেশ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার্থীর অভাবে বিজ্ঞান ডিপার্টমেন্ট করে হাহাকার। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বৈজ্ঞানিক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা মফস্বল এলাকা থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান বিষয়টি শহরের ও বিত্তবানদের পড়ার অনুকূলে চলে যাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে শ্রেণীবৈষম্য প্রকট আকারে। অথচ এককালে মেধার বিকাশ গ্রামেগঞ্জে ও মফস্বল এলাকায় ছড়িয়ে ছিল। মফস্বল ও গ্রাম্য এলাকায় বিজ্ঞান বিমুখিতার কারণ কি। তা চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। আজকাল পাঁচ-দশ গ্রাম ঘুরেও ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিংপড়ুয়া শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না।

সর্বস্তরে বিজ্ঞানের পাঠ্য বইগুলোতে নতুন নতুন সংযোজিত বিষয় বস্তুগুলো জটিল। এই বিষয়গুলো আকর্ষণীয় উপায়ে শিক্ষকরা হয়তোবা ক্লাসে উপস্থাপনা করতে পারেন না, ফলে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান পড়ে আগ্রহ পায় না। শ্রেণী শিক্ষায় তারা কাম্য জ্ঞান আহরণ করতে ব্যর্থ হয়ে অর্থ ও অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে তাদের প্রাইভেট পড়তে হয়। গ্রাম ও মফস্বলের অভিভাবকরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল বিধায় প্রাইভেট পড়ানোর অর্থের জোগান দিতে পারেন না। তাছাড়া গ্রাম ও মফস্বলের স্কুল-কলেজগুলোতে অভিজ্ঞ ও যোগ্য বিজ্ঞান শিক্ষকের রয়েছে অভাব। অর্থাৎ বিজ্ঞান শিক্ষার, বাস্তবচিত্র গ্রাম ও মফস্বল এলাকায় সুব্যবস্থার অনুকূলে নয়। যে সব জটিলতার কারণে বিজ্ঞান বিষয়টি গ্রামাঞ্চলে বা মফস্বলে শিক্ষার স্তর থেকে ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে, সেসব কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই জরুরি। অন্যথায় প্রথম হতে উচ্চ শিক্ষার যে কোন স্তরে বিজ্ঞানবিমুখ শিক্ষা দ্বারা জাতীয় উন্নয়ন কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

এসএসসি পাসের পর শহরের ভাল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে, তাহলে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে।

শহরের কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির সময় আদর্শ ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত বজায় রেখে বা শিক্ষা বোর্ড প্রদত্ত নিয়ম অনুযায়ী ছাত্রছাত্রী ভর্তি করলে গ্রাম ও মফস্বল এলাকার স্কুল-কলেজগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

নিত্যনতুন সংযোজিত বিষয়গুলো সহজ, সরল ভাষায় উপস্থাপন করতে পারে এমন ধরনের যোগ্য শিক্ষক গ্রাম ও মফস্বল এলাকার প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

গ্রাম ও মফস্বল এলাকায় বিজ্ঞান শিক্ষার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশে শিক্ষার্থীদের নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বিনামূল্যে বই ও স্পেশাল উপবৃত্তি প্রদানের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ক্ষেত্রে গ্রাম ও মফস্বলের শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু আসন সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে।

বিজ্ঞান বিষয়টি সরলীকরণের মাধ্যমে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে উপভোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও আকর্ষণীয় করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার।

মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে কেন মফস্বলের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিষয়টি পড়তে চায় না গবেষণা করে তার কারণ উদঘাটন করা প্রয়োজন বিজ্ঞান পড়ার গতিশীলতা বাড়াতে হলে।

গ্রাম ও মফস্বল এলাকায় কর্মরত শিক্ষকদের জন্য অতিরিক্ত সম্মানীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সাংবিধানিকভাবে শিক্ষা সার্বজনীন অর্থাৎ শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত। তাহলে কেন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মফস্বল এলাকার শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষা চলে যাচ্ছে অসীম দূরে? শিক্ষার কাজ হচ্ছে জনসম্পদকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত করা, রাষ্ট্রকে দায়িত্বসম্পন্ন করার মাধ্যমে স্বত্বাধিকার বিষয়টিকে নাগরিকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া। কিন্তু কেন এবং কোন দুর্বোধ্য কারণে বিজ্ঞান শিক্ষাকে আমরা গ্রামে ও মফস্বলে জনগণের নখদর্পণে পৌঁছে দিতে পারছি না? বিজ্ঞান শিক্ষা ক্রমাগতভাবে মফস্বল ও গ্রাম্য এলাকার প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টিকারী বিজ্ঞান শিক্ষার এই নাজুক অবস্থা কি কারও কাম্য? প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রয়োজনবোধে সংস্কার সাধন করে সব স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উপভোগ্য ও গ্রহণযোগ্য করা দরকার। শুধু শহরের নামি-দামি প্রতিষ্ঠানের দিকে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ না রেখে বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বল্প আয়ের জনগণ যারা গ্রাম ও মফস্বল এলাকায় ছড়িয়ে আছে তাদের সুবিবেচনায় আনতে হবে।

শিক্ষার যেমন বিকল্প নেই, তেমনি বিজ্ঞান শিক্ষার বিকল্প নেই। বিজ্ঞান শিক্ষাকে ধনবান, বিত্তশালীর নাগালে সীমাবদ্ধ রাখার ওপর অধিক গুরুত্ব না দিয়ে গাঁও-গেরাম ও মফস্বল এলাকায় ছড়িয়ে থাকা বৃহৎ জনগোষ্ঠীর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে না পারলে বিজ্ঞান শিক্ষার দৈন্যদশা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। দেশীয় প্রাকৃতিক সম্পদকে সোনালি সম্পদে পরিণত করতে হলে দক্ষ জনশক্তি গঠনের প্রয়োজনে বিজ্ঞান শিক্ষাকে অবশ্যই গ্রাম ও মফস্বলের স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। অন্যথায় জাতীয় উন্নয়ন হবে ব্যাহত ও পেছনমুখী স্রোতে প্রবাহিত। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বিজ্ঞান বিষয়টি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর এলাকা গাঁও-গেরামে ও মফস্বলে অবহেলিত হবে তা কারও কাম্য নয়।